কষ্ট সহ্য করার পুরস্কার

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন।
মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্ মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা,
শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, দাস্তুর।
তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

আমাদের সায়্যীদ (সাঃ) পবিত্র হাদিস শারীফে বলেন, "আফদালুল আমাল আশাক্কুহা"। "সর্বোত্তম, সবচেয়ে বেশী পুরস্কৃত এবং সবচেয়ে পূণ্যময় কাজ হচ্ছে সেগুলো যেগুলো কষ্টসাধ্য বা করা কঠিন।" যে মানুষ শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র (জাঃজাঃ) আদেশ পালনের উদ্দেশ্যে এরকম কাজ করে সে ওই পরিমাণে পূণ্য লাভ করে।

সব ইবাদাতই নাফসের জন্য কঠিন, কিন্তু নাফসের কথা উপেক্ষা করে ইবাদাত করা আল্লাহ্‌র (জাঃজাঃ) কাছে পছন্দনীয় এবং আল্লাহ (আযযা ওয়া জাল্লা) তার জন্য অনেক পুরস্কার দেন। আল্লাহ্‌র (জাঃজাঃ) অসীম প্রজ্ঞায় তিনি হজকে ইবাদাতের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন করেছেন। যত সহজেই তুমি হজ করতে চাও, কোন না কোন সমস্যা আসে এবং এটাই আল্লাহ্‌র (জাঃজাঃ) হিকমাহ।

বেশীর ভাগ সময়ই হাজীরা ভাবে, "আমরা অন্যভাবে করলে এবারের হজটি সহজ হোত" অথবা "অন্য এজেন্সীর মাধ্যমে গেলে সহজ হোত"। কিন্তু আল্লাহ (জাঃজাঃ) নিজেই হজ করাকে কঠিন করে দিয়েছেন এবং এর প্রতিদান স্বরুপ তিনি ততটুকুই বেশী পুরস্কার দান করেন। তিনি ক্বাবা শারীফে পড়া প্রতিটি নামাযের সাওয়াব দেন এক লক্ষ গুণ। অন্যান্য জায়গায় নামায পড়ার সাওয়াব সাধারণ।

অনেক সময় যারা হজ বা উমরা করতে যায় তারা যেখানে বসা আছে সেখান থেকেই আরামে নামায পড়তে চায়। যখন তুমি সহজে কিছু করতে চাও যেখানে কোন কষ্ট নেই, আল্লাহ (আযযা ওয়া জাল্লা) একটি আমালের জন্য একটি সাওয়াব দান করেন। আল্লাহ্‌র ঘরের পাশে একটি নামাযের সাওয়াব এক লক্ষ গুণ এবং আমাদের

ওয়া মিনাল্লাহ আত-তাওফিক

আল-ফাতিহা।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাত

পবিত্র নাবীর (সাঃ) মাসজিদে পড়া একটি নামাযের সাওয়াব দশ হাজার গুণ বেশী। আর এই দুই জায়গার বাইরে একটি নামাযের জন্য সাওয়াব দশগুণ।

মানুষেরা তবুও আরামপ্রিয় হতে চায়। তারা নিজেদের স্বাচ্ছন্দ্য দেখে এবং হজ করতে চায় না এই বলে যে, "সেখানে গরম বেশী, সেখানে ভীড় বেশী" ইত্যাদি। অথচ এটা মাত্র দুইদিনের সফর। লোকেরা ওই দুইদিনের জন্য ধৈর্য্য ধরে না এবং সবসময় তারা সহজ চায়, আরাম চায়।

আরও কিছু লোক আছে যারা বলে তারা নামাযই পড়তে পারে না কারণ তা কঠিন কাজ। এটা তোমাদের জন্য কঠিন কিন্তু আল্লাহ (জাঃজাঃ) সেই পরিমাণেই পুরস্কার দিবেন। এটা আসলে তোমাদের জন্য কঠিন নয়, কঠিন তোমাদের নাফসের জন্য। নামাযের পথে তোমাদের নাফস বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় এবং শয়তান বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়।

সবারই নাফস আছে, শয়তান আছে এবং সেগুলো তোমাকে নিষেধ করে ইবাদাত করতে। এই জন্যই তোমার এদের কথা শোনা উচিৎ নয়, যেহেতু আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) বলেন, যত কষ্টের ভিতর দিয়ে তুমি যাবে ততই তুমি পূণ্যবান হবে এবং ততই বেশী পুরস্কার লাভ করবে। আল্লাহ (জাঃজাঃ) আমাদের সবার জন্য তা সহজ করে দিন, ইনশাআল্লাহ।

ওয়া মিনাল্লাহ আত-তাওফিক

আল-ফাতিহা।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল

১৮ জানুয়ারী ২০১৬ / ৮ রাবিউল আখির ১৪৩৭

আকবাবা দারগাহ, ফাজর নামায।